সংবাদ

তারিখ 20/12/82
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

016

পাবলিক লাইব্রেরী পরিস্থিতি

পাঠাগারের চাহিদা যখন ক্রমেই বাড়ছে, থানায় থানায় লাইব্রেরী গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি সরকারী-ভাবে উচ্চারিত, দেশের কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর অবস্থা সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন আশাবাদের সৃষ্টি করতে পারছে কী? ১০ হাজার বই হারিয়ে গেছে। ৩৬ হাজার বই শেলফে রয়েছে পাঠকদের জন্য। আর ৪০ হাজার বই ও সাময়িকী লাইব্রেরীর গুদামে পড়ে আছে 'আনক্যাটালগড' অবস্থায়। এর-পর পরিস্থিতি বুঝতে কি আর কষ্ট হতে পারে। অব্যবস্থা কত ব্যাপক হওয়াতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেটা বোঝার জন্য ব্যাপক তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর এই দীর্ঘ সময়ে এ লাইব্রেরীতে কোন লাইব্রেরীয়ান ছিল না। ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান দিয়ে যে কাজ দায়সারা গোছের হবে তাতে সন্দেহ কী। সে ক্ষেত্রে একজনকে ঢালাওভাবে দায়ী করে এই ব্যর্থতা অস্বীকার করার পিছনে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। সুষ্ঠু কাজই যদি চাই তবে লাইব্রেরী পরিচালনায় প্রায় তিরিশ বছর ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান দিয়ে চালানোর ব্যবস্থা কেন?

অব্যবস্থার জন্য কর্মচারীর সংখ্যাল্পতাও যে দায়ী তা অস্বীকারের উপায় নিশ্চয় নেই। মূল পরি-কল্পনায় ১ জন কর্মকর্তা ও ১০৪ জন কর্মচারী নিয়োগের কথা থাকলেও বর্তমানে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই বলে বই চুরির হিড়িক বা অরাজক অব-স্থার জন্য কর্মচারীর সংখ্যাল্পতাকেই কারণ হিসেবে মেনে নিতে কেউ পারবে না। অভিযোগ বিভিন্ন-ভাবেই রয়েছে। সেগুলো তদন্তের জন্য এ বছর জুলাই মাসে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। তদন্ত রিপোর্টের তথ্যকে ভিত্তি করে ব্যবস্থা নেয়া গেলে ভবিষ্যতে পরিচালনা ব্যবস্থাকে যেমন উন্নত করা যাবে তেমনি ত্রুটির পুনরাবৃত্তি রোধের পক্ষেও তা সহায়ক হবে।

দেশের কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর গুরুত্ব নতুন করে ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। এতদিন তা যেভাবে অবহেলিত হয়ে এসেছে তাতেই সৃষ্টি হয়েছে আজকের সংকট। দেশের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীটি তার গুরুত্ব অনুযায়ী উন্নয়ন তো সম্ভব হয়নি, বরং অব্যবস্থায় তার সঞ্চিত সম্পদই গেছে খোয়া। এ অবস্থায় আরো কিছুকাল চলতে থাকলে বাকী যা আছে তাও যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অবশ্য বর্তমানে যে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেটার সুষ্ঠু নিরসন প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশ পরিষদ বিলুপ্ত হওয়ার ফলে তার লাইব্রেরীটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীটির সাথে যুক্ত করা হয়ায় সেখানের কর্মচারীরাও এসে এতে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু লাইব্রেরীর ত্যাগের কর্মচারীদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক গড়ে না ওঠায় ও সমন্বয়ের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় সেখানে নাকি এক দ্বৈত শাসনের সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতি লাইব্রেরীর জন্য তো নয়ই কোন প্রতিষ্ঠানের জন্যও শুভ হতে পারে না।

একটি লাইব্রেরীর জন্য শৃংখলাপূর্ণ পরিবেশ বিশেষভাবে প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে অরাজক অবস্থা শুধু এর পাঠকদের জন্যই নয়, গোটা জাতির জন্য তা হবে অকল্যাণকর। এর অব্যবস্থা দূর করার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীটিকে উন্নয়নের বিশেষ প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন। এ জন্য যেমন দরকার পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের তেমনি সে অর্থের সদ্ব্যবহার যাতে হয় সেই ব্যবস্থা এই সাথে নিতে হবে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীকে অব্যবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে থানায় থানায় লাইব্রেরী গড়ে তোলার উদ্যোগ কতটা সার্থক হতে পারে? সবচেয়ে আগে পাবলিক লাইব্রেরীটির দিকে দৃষ্টি দেয়া সমীচীন। রাজধানীর বুকের একটি পাঠাগারের অবস্থা যদি এই হয়, তবে দেশের অন্যান্য স্থানের লাইব্রেরী সুচারুরূপে চলবে এমন আশা করা ঠিক হবে না। বই পড়াকে দেশজুড়ে আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা তখনই সার্থক প্রমাণিত হবে যখন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত লাইব্রেরী গড়ে তোলা যাবে, সেই সাথে এসব সাধারণ পাঠাগারে (পাবলিক লাইব্রেরী) সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করার মত দৃষ্টিভংগী ও কর্মধারা গ্রহণ করা হবে।